

## জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকার উপযোগী বলে এ জাতটি ইন্দোনেশিয়া থেকে এদেশে প্রবর্তন করেছে। এটি ১৯৮৫ সালে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিআর১৯ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এ জাতের জনপ্রিয় নাম মঙ্গল। এটি হাওড় অঞ্চলের ধান।

## জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ গাছের কাণ্ড লম্বা কিন্তু মজবুত।
- ▶ গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেন্টিমিটার।
- ▶ পাতা এবং কাণ্ড গাঢ় সবুজ।
- ▶ ডিগপাতা ছোট ও খাড়া।
- ▶ পাকার সময় শীষ উপরে থাকে।
- ▶ চাল লম্বা, সরু এবং স্বচ্ছ।



বিআর১৯

## এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

হাওড়, বাওর আর বিলাঞ্চলে এ জাতের আবাদ করা উচিত। কারণ এর কাণ্ড লম্বা, তাই ধান পাকার সময় হঠাৎ বন্যায় মাঠে কোমর পানি হলেও ফসল কাটা যায়।

## জীবনকাল

এ জাতটির জীবনকাল ১৬৫-১৭০ দিন।

## ফলন

ফলন হেক্টরপ্রতি ৬.০-৬.৫ টন।

## চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজ তলায় বীজ বপন : ১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর)।

২. রোপনের সময় : ৩০ অগ্রহায়ণ-১৫ পৌষ।

৩. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

ইউরিয়া টিএসপি এমপি জিপসাম দস্তা  
৩০-৪০ ৭-১৪ ৮-১৬ ৪-১১ ০.৭-১.০

৩.১ ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম উপরি প্রয়োগ : রোপনের ১৫-২০ দিন পর।

দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ : রোপনের ৩৫-৪০ দিন পর। ইউরিয়া প্রয়োগের পর সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় উপরি প্রয়োগ : রোপনের ৫০-৫৫ দিন পর।

৩.২ ইউরিয়া প্রয়োগের সঠিক সময় নির্ণয়ের জন্য লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪. আগাছা দমন : রোপনের ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৫. সেচ ব্যবস্থাপনা : খোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. ফসল কাটা : ২০ চৈত্র - ৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইল: dr@bri.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ২

ফ্যান্ট শীট ৭